যুগান্তর

তারিখ: 16 JUN 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ২

বাঞ্ছারামপুর ও কলাপাড়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অর্থ আত্মসাৎ

যুগান্তর ডেস্ক

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর ও পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় শিক্ষকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি মনির হোসেন ও কলাপাড়া প্রতিনিধি অমল মুখার্জী জানান—

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : বাঞ্ছারামপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উঠলেও তিনি তা অস্বীকার করেছেন। এ ঘটনায় শিক্ষকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উপজেলার ১৩০টি সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৭৫ জন শিক্ষকের সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় ১ থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত। এ সময় ৬টি ক্লাস্টারের শিক্ষকদের ৯টি ভেন্যুতে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলে। ওই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ২৪০ টাকা করে টিএডিএ ও ৩০ টাকা করে কলম এবং প্যাডের জন্য বরাদ্দ থাকলেও শিক্ষকদের দেয়া হয়েছে ১১০ থেকে ১৩০ টাকা পর্যন্ত। দেয়া হয়েছে ১টি নিম্নমানের বলপেন ও ছোট ১টি প্যাড। প্রতি প্রশিক্ষণে ২ জন শিক্ষককে পাঠদানের জন্য ৫০০ টাকা করে দেয়ার কথা থাকলেও দেয়া হয়েছে ২০০ থেকে ২৫০ টাকা করে। অনেক শিক্ষককে পাঠদানের টাকা না দেয়ারও অভিযোগ পাওয়া গেছে। ৬৭৫ জন শিক্ষকের জন্য টিএডিএ বাবদ ১ লাখ ৬২ হাজার টাকা বরাদ্দ থাকলেও দেয়া হয়েছে মাত্র ৫৩ হাজার ৯২০ টাকা। বাকি টাকা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল আজিজ ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা আজমল হোসেন নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা আজমল হোসেন জানান, প্রতি শিক্ষকের জন্য ২৪০ টাকা বরাদ্দ থাকলেও ভ্যাট, অডিট বাবদ খরচ বাদ দিয়ে শিক্ষকদের টাকা দেয়া হয়েছে। কোন শিক্ষককেই টাকা কম দেয়া হয়নি। যারা কম

শিক্ষকদের মাঝে চাপা ক্ষোভ

নিয়েছে তাদের আবার বাকি টাকা দিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কারণ মাস্টাররুল এখনও তৈরি করা হয়নি।

কলাপাড়া : কলাপাড়ায় প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি বরাদ্দকৃত টাকা শিক্ষকদের বিতরণ না করে উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের দুপুরের খাবারের জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকলেও তারা তা খরচ করেনি। উল্টো যে সব বিদ্যালয় ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ওইসব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের নিজস্ব অর্থে খাবারের ব্যবস্থা করতে বাধ্য করেছে উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তারা। এছাড়া প্রশিক্ষণের মান নিয়েও অভিযোগ রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ও শিক্ষকদের অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, স্কুল পর্যায়ে স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের পদ্ধতি। মডেল পাঠদান পদ্ধতি। শিক্ষার পাঠদানের পরিবেশের উন্নয়ন এবং খেলাধুলার পরিবেশ সৃষ্টি করাসহ শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এক দিনের সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের আয়োজন করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। সে জন্য প্রতিজন শিক্ষকের খাবার ও নাশতা ভাতা ২৪০ টাকা, অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ উপকরণ বাবদ ত্রিশ টাকা, প্রতি সাব-ক্লাস্টারের দু'জন প্রদর্শন পাঠদানকারী শিক্ষকের সম্মানী ভাতা বাবদ ৫০০ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সর্বমোট কলাপাড়ায় ২ লাখ ৫৫ হাজার ৩৩০ টাকা বরাদ্দ ছিল। সে অনুযায়ী কলাপাড়ায় ২৬টি ক্লাস্টার প্রশিক্ষণে মোট ৭৮০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের অভিযোগ, তাদের কোন ধরনের ভাতা দেয়া হয়নি। এমনকি নাশতা বা দুপুরের খাবারও দেয়া হয়নি। তাদের জন্য কোন বরাদ্দ আছে কিনা তাও তারা জানতেন না। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ রুহুল আমিন বলেন, শিক্ষকদের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে নীলগঞ্জ ইউনিয়নের পাখিমারা ক্লাস্টারের দায়িত্বে থাকা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মোসলে উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে কারণ দর্শানোর জন্য চিঠি দেয়া হয়েছে।